শিলান্যাসের প্রায় দশ বছর পরও তৈরি হল না সেতু

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুধুমাত্র ভোটের আগে সানিয়াজান নদীর উপর থাকা দুটি দুর্বল সেতুর কথা মনে পড়ে রাজনৈতিক নেতাদের। এই দুটি দুর্বল সেতু সীমান্ত এলাকার মানুষের সবচেয়েবড়ো সমস্যা। তাই ভোটের আগে সেতু সংস্কারের বিষয়ে অনেক আশ্বাস দেন নেতারা। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলেই সেই আশ্বাস আর বাস্তবায়িত হয় না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নতুন পাকা সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল প্রায় বছর দশেক আগে। কিন্তু আজ অবধি সেতুর একটি পিলারও তৈরি হয়নি। দুর্বল সেতু থেকে নীচে পড়ে একাধিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। এমনকি এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। সব মিলিয়ে পাকা সেতুর দাবি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন গোটা এলাকার মানুষ। তাঁরা বলেন, দুর্বল সেতুর উপর দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত চলাচল করতে হচ্ছে। সেতু দুর্বল থাকার কারণেই অনেকদিন আগে প্রশাসনের তরফে সেতুর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। তারপরেও এ বিষয়ে কারও কোনোরকম উদ্যোগ নেই।

সানিয়াজান নদী এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। সেই কারণে নদীর উপর থাকা কাংরাতলি সানিয়াজান সেতু ও ডাকুরপাড় সানিয়াজান সেতু সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। তবে ডাকুরপাড়ের সেতুটির অবস্থাই বেশি খারাপ বলে স্থানীয়রা মনে করেন। এই দুটি সেতু পেরিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় এই গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে।

বছরের অন্যান্য সময় কোনোরকমে যাতায়াত করা গেলেও বর্ষাকালে এই সেতু দুটি পারাপারের সময় জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ২০০৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ধুমধাম করে দুটি নতুন পাকা সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী সহ অন্যরা। কিন্তু সেতু তৈরির কাজ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে জানা যায়, সেতু তৈরির কাজে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ার কারণেই কাজ বন্ধ হয়। আর সেই কাজ শুরু হয়নি। দীর্ঘকাল এই গ্রাম পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের দখলে থাকলেও ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পাঁচ বছর তৃণমূল এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাখলেও সেতুর সংস্কার হয়নি। মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি নিয়তি সরকার জানিয়েছেন, তিনি সদ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তবে ওই এলাকার দুর্বল সেতুর বিষয়টি তিনি আগে থেকেই জানেন। এ বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নেবেন।

কাংরাতলি সানিয়াজান সেতু পেরিয়ে গোলাপাড়া, যুগিপাড়া, মঙ্গলবাড়ি, বক্সিরটারি প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা শহরে আসেন। ২০১৪ সালের ১৯ এপ্রিল ভেঙে পড়ে সেতুটি। এরপর লোহার সেতু তৈরি করা হয়। কিন্তু পাকা সেতু তৈরি হয়নি। অন্যদিকে, ডাকুরপাড় সানিয়াজান সেতু পেরিয়ে ডাঙ্গারহাট এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা শহরে আসেন। তাঁদের দুর্বল কাঠের সেতুই একমাত্র ভরসা। বর্তমানে ডাকুরপাড় সানিয়াজান সেতু মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। নড়বড়ে সেতু দিয়ে ছোটো গাড়ি কোনোরকমে যাতায়াত করতে পারলেও বড়ো গাড়ি ও দমকলের ইঞ্জিন এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে পারে না। ফলে দ্রুত পাকা সেতু চাইছেন ডাঙ্গারহাটবাসী।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকার এই সেতু পরিদর্শন করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করেছেন। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী জানান, সেতুর বেহাল অবস্থা নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। এরপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে এ বিষয়ে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। শীঘ্র সমস্যা মেটার বিষয়ে আশাবাদী তিনি।

মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেহাল সেতুর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গেও কথা হয়েছে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

সানিয়াজানের সেতু বৃত্তান্ত

- গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নতুন পাকা সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল প্রায় বছর দশেক আগে। কিন্তু আজ অবধি সেতুর একটি পিলারও তৈরি হয়নি। দুর্বল সেতু থেকে নীচে পড়ে একাধিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। এমনকি এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান।
- ২০০৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ধুমধাম করে দুটি নতুন পাকা সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। কিন্তু সেতু তৈরির কাজ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
- ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পাঁচ বছর তৃণমূল এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাখলেও সেতুর সংস্কার হয়নি।

সানিয়াজান নদীর উপর জরাজীর্ণ সেতু। সেতুর দুর্বল পিলার (ইনসেটে)। – সংবাদচিত্র

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকার এই সেতু পরিদর্শন করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করেছেন।

বেহাল সেতু সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গেও কথা হয়েছে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।

–দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহকুমাশাসক, মেখলিগঞ্জ

হাতির হানা, খরস্রোতা পাহাড়ি নদী

বর্ষা এলেই ঘরবন্দি চা বাগানের শ্রমিকরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পেটের দায়ে দূর গ্রামে দিনমজুরি করতে যেতে পারবেন কিনা তা ঠিক করে দেয় খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। তাই বর্ষা এলেই বুক কাঁপে ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা বীরপাড়া থানার বন্ধ ঢেকলাপাড়া আর বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের। আবার দিনেরবেলাতেও বীরপাড়া যেতে বুক দুরুদুরু করে মাকরাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দাদের। কারণ দলমোর ফরেস্টের ভেতর দিয়ে বীরপাড়া যাওয়ার একমাত্র রাস্তায় মাঝে মাঝে দিনেরবেলাতেও দাঁড়িয়ে থাকে হাতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের চা বলয়ের বাসিন্দারা চিরকালই সমস্যায় ভোগেন। তবে বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, জয়বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা কতদিন ঘরবন্দি থাকবেন, তা ঠিক করে দেয় খরস্রোতা পাহাড়ি নদীগুলি। ওদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে সেতুবিহীন নদীগুলির মর্জির ওপরই। ২০১৬ সালে ঢেকলাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা মণিকুমার ছেত্রীর পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ছেলে নউরতের গায়ে প্রবল জ্বর। ডিমডিমা নদীতে তখন খরস্রোত বইছে। তবুও একটা ছোটো গাড়ি জোগাড় করে বীরপাড়া হাসপাতালের পথে রওনা দেন তার বাবা-মা । কিন্তু নদী পার হতে পারেনি গাড়ি । জল কমবে, এই আশায় নদীর পাড়ে গাড়িতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে গাড়িতেই মারা যায় নউরত। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চা বাগানের শ্রমিকদের চেয়ে জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা অনেক বেশি । বীরপাড়া থেকে নাংডালা রোড হয়ে জয়বীরপাড়া চা বাগানে যেতে একটি নদী, ঢেকলাপাড়া চা বাগানে যেতে দুটি নদী এবং বান্দাপানি চা বাগানে যেতে চারটি নদী পেরোতে হয়। কোনো নদীর ওপরই সেতু নেই। বীরপাড়া থেকে জয়বীরপাড়া চা বাগান যেতে প্রথমেই পার হতে হয় বিরবিটি নদী। ঢেকলাপাড়া যেতে বিরবিটি ও ডিমডিমা দুটি নদী পার হতে হয় । তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের। বান্দাপানি থেকে বীরপাড়া আসতে বিরবিটি, ডিমডিমা নদী দুটি ছাড়াও পার হতে হয় পাগলি ও চারো নদী। ঘুরপথে ডিমডিমা ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুল রোড ধরে গেলে বড়োজোর বিরবিটি নদীটি এড়ানো যায়। ঢেকলাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা বসন্ত তাঁতি বলেন, কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেই নদীতে তীব্রগতিতে স্রোত বয়ে যেতে শুরু করে। তখন নদী পার হওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীরা জানান, সবচেয়ে সমস্যা হয় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়।

বান্দাপানি চা বাগানের কর্মহারা শ্রমিক দুলালি শা বলেন, 'একে তো বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। তার ওপর বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, জয়বীরপাড়া চা বাগান এলাকায় রয়েছে হাতির উৎপাত। প্রায় সারা বছর হাতির হানা লেগেই থাকে। হাতির উৎপাত সবচেয়ে বেশি বান্দাপানি চা বাগানে। অথচ, বন দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকায় সমস্যা মেটে না। হাতির হানায় বাড়ির সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, ক্ষতিপূরণের টাকা পেতেও অনেক সময় বছর গড়িয়ে যায়। অনেক সময় আবার ক্ষতিপূরণ মেলেই না, অভিযোগ স্থানীয় অনেকেরই। তবে বন দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, রামঝোরা চা বাগান, ডানকানসের অচল লঙ্কাপাড়া, তুলসীপাড়া বাগানে যাওয়ার রাস্তাটি কয়েক বছর ধরে বেহাল। বড়ো বড়ো গর্তে ভরে গিয়েছে রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে সারাদিন পাগলি ভুটান থেকে বীরপাড়া পর্যন্ত ডলোমাইট বোঝাই ট্রাকগুলি চলাচল করে। ফলে, রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বৃষ্টি না হলে রাস্তার ধুলোয় চলাচল করা মুশকিল । আর বৃষ্টি হলে গর্তগুলি জলে ভরাট হয়ে যাওয়ায় সমস্যা চরমে ওঠে । তবে ওই রাস্তাটি কয়েক মাস আগে ১৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাজে গতি নেই । ফলে বর্তমানে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মুশকিল হয়ে পড়েছে । বৃহস্পতিবারও ডিমডিমা নদীতে জল বাড়ায় বন্দি হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। ওই এলাকার স্কুলশিক্ষকদেরও নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। এলাকার একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বেদান্ত দত্ত বলেন, 'প্রতি বর্ষায় এভাবেই সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। নদীর জল কমলে তবেই পৌঁছোনো যায় স্কুলে।' তবে পূর্ত দপ্তরের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজোর পরেই কাজের গতি বাড়ানো হবে।

একে তো বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। তার ওপর বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া বাগান এলাকায় রয়েছে হাতির উৎপাত। প্রায় সারা বছর হাতির হানা লেগেই থাকে।

– দুলালি শা
বান্দাপানি চা বাগানের বাসিন্দা

বীরপাড়া থেকে নাংডালা রোড হয়ে জয়বীরপাড়া চা বাগানে যেতে একটি নদী, ঢেকলাপাড়া চা বাগানে যেতে দুটি নদী এবং বান্দাপানি চা বাগানে যেতে চারটি নদী পেরোতে হয়। কোনো নদীর ওপরই সেতু নেই।

প্রতি বর্ষায় এভাবেই সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। জল বাড়লে স্কুলে সময়মতো পৌঁছোতে পারি না। নদীর জল কমলে তবেই পৌঁছোনো যায় স্কুলে।

–বেদান্ত দত্ত
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক

ডিমডিমা নদীর ধারে জল কমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন স্কুলশিক্ষক ও এলাকাবাসী। – সংবাদচিত্র

মাদারিহাট-বীরপাড়া চা বাগান

রাস্তা সংস্কার, নিকাশি নালার দাবি ব্যবসায়ীদের

কৌস্তভ দেসরকার

টুঙ্গিদিঘি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ করণদিঘি ব্লকের টুঙ্গিদিঘি বাসস্টপ থেকে পূর্বদিকে বাজারের ভেতর দিয়ে বালিচর হয়ে চারধামালি যাবার রাস্তাটি বেহাল। রাস্তাটি সংস্কার ও জলনিকাশির দাবিতে দোকান বন্ধ রেখে ও পথ অবরোধ করে সম্প্রতি বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অবরোধের জেরে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে অবশ্য বিডিও-র আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

টুঙ্গিদিঘি বাসস্টপ থেকে বালিচর হয়ে চারধামালি যাবার রাস্তা

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বালিচর যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে। অল্পবৃষ্টিতেই জল জমে থাকে। নিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় নোংরা জল দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে সমস্যা বাড়ছে। প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে প্রচুর গাড়ি যায়। ফলে জল, কাদা ও আবর্জনা একসঙ্গে মিশে বিকট পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কাদা শুকিয়ে গেলে ফের ধুলো ওড়ে। জল জমে থাকলে পথচারী, ছাত্রছাত্রী, নিত্য ব্যবসায়ী, হাটযাত্রী ও সাধারণ মানুষের রাস্তা দিয়ে হাঁটার উপায় থাকে না। স্থানীয়রা জানান, গাড়ি ও লোকজনের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা আজকের নয়। কয়েক বছরের ধরে এই সমস্যা চলছে। বেহাল রাস্তাটির সংস্কার সহ দ্রুত নিকাশিনালার ব্যবস্থা হোক চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা জানায়, রাস্তার জন্য তাদের স্কুলে যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বেহাল রাস্তার জন্য তাদের লাগাতার ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনো কাজ হয়নি। সম্প্রতি তারা দোকান বন্ধ রেখে পথ অবরোধে শামিল হয়েছিল। করণদিঘির বিডিও বিজয় মোক্তান বলেন,'ব্যবস্থা হচ্ছে। আপাতত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাস্তার জলনিকাশের জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হচ্ছে। তারপর কোনো স্কিম থেকে এখানে নিকাশিনালা বানানোর ব্যবস্থা ও চারধামালি রোডের সংস্কার করানোর চেষ্টা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।' অপরদিকে, সাতদিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার ও জলনিকাশির ব্যবস্থা না করলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এই রাস্তা দিয়েই সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত করছে পড়ুয়ারা। –সংবাদচিত্র

পাঁচ বছর ধরে বেহাল হেলাপাকড়ি-চ্যাংরাবান্ধাগামী রাস্তা

উৎপল সেন

হেলাপাকড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় পাঁচ বছর ধরে বেহাল হেলাপাকড়ি বাজার থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী পাকা রাস্তাটি। ময়নাগুড়ি ব্লক তথা জলপাইগুড়ি জেলার শেষ সীমানা চিকামোড় পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার এই রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার বেশিরভাগ অংশে পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে থাকছে। ফলে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। রাস্তাটি দিয়ে রোজ কয়েক হাজার মানুষ ও ছোটোবড়ো কয়েকশো যানবাহন চলাচল করে। এলাকার প্রচুর পড়ুয়াকে রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। শনি ও মঙ্গলবার সপ্তাহের এই দুদিন এলাকাবাসী ছাড়াও মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী সহ প্রচুর মানুষ হেলাপাকড়ি হাটে আসেন। তেমনি বুধ ও রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা চ্যাংরাবান্ধা হাটেও যাতায়াত করেন এই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাটির যা পরিস্থিতি তাতে সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতেও সমস্যা হচ্ছে বলে জানান স্থানীয়রা। এদিকে, সানিয়াজান সেতুর মুখেই রাস্তার বেশকিছুটা অংশ বৃষ্টির জলে ধসে গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে যেকোনো মুহূর্তে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও গোটা রাস্তাটির দুই ধারের মাটি ধসে একাধিক স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাই দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁরা জানান, প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে রাস্তাটির অবস্থাও ততই খারাপ হচ্ছে। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের জানানোর পরেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কোচবিহার জেলার অধীনস্থ মেখলিগঞ্জ ব্লকের শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তাটির পুরো অংশের মেরামত ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অধীনে থাকা ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত প্রায় ৩ কিলোমিটার এই রাস্তাটি পুরোটাই বেহাল হয়ে রয়েছে।

এলাকার জেলাপরিষদ সদস্যা ঊর্মিলা রায় বলেন, 'ইতিমধ্যেই ওই রাস্তাটি মেরামতের টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের কারণে হয়তো কাজটি স্থগিত থাকতে পারে। তবে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে দ্রুত রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।'

হেলাপাকড়ি বাজার থেকে জলপাইগুড়ি জেলার শেষ সীমানা চিকামোড় পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার এই রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তার বেশিরভাগ অংশে পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে থাকছে। ফলে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে।

বর্তমানে রাস্তাটির যা পরিস্থিতি তাতে সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতেও সমস্যা হচ্ছে বলে জানান স্থানীয়রা। এদিকে, সানিয়াজান সেতুর মুখেই রাস্তার বেশকিছুটা অংশ বৃষ্টির জলে ধসে গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে যেকোনো মুহূর্তে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের বেহাল দশা। ছবিটি পাঠিয়েছেন প্রিয়ামৃতা চ্যাটার্জি।

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় হাজার কৃষককে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার

পুরাতন মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বেশ কয়েকবার শিলাবৃষ্টির জেরে ক্ষতি হয়েছিল ফসলের। পুরাতন মালদার ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৯টি গ্রামের ৬ হাজার কৃষকের জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল। বোরো ধান, ভুট্টা, তৈলবীজ ও নানারকম সবজি মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার হেক্টর জমির ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শিলাবৃষ্টিতে। পাঁচ মাস পর সেই লোকসানের ক্ষতিপূরণ দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ত্রাণ তহবিল থেকে ওই অর্থ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষতিপূরণের টাকা নেওয়ার জন্য কৃষকদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবেদন জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরাতন মালদা ব্লকে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে ব্লক কৃষি দপ্তর। ওই দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে শুরু করে বিকেল ৫টা অবধি ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়া যাবে। এজন্য জমির বৈধ কাগজপত্র (পরচা), ব্যাংকের পাসবই ও বৈধ পরিচয়পত্র থাকা জরুরি। মহিষবাথানি, ভাবুক ও মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলির কৃষকদের ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনের ফর্ম জমা দিতে বলা হয়েছে। মুচিয়া, সাহাপুর, যাত্রাডাঙার কৃষকদের ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে কোনো কারণবশত কেউ নির্ধারিত দিনে আবেদন না করতে পারলে ২০ সেপ্টেম্বর আবেদন করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই এই মর্মে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। পুরাতন মালদা ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা সইফুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। পুরাতন মালদায় ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই কৃষকদের আবেদন করতে হবে। জমির পরিমাণের ওপর ক্ষতিপূরণের অর্থ কতটা হবে তা নির্ভর করছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ হেক্টর জমির জন্য সর্বাধিক ২৭ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। সবচেয়ে কম ১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন কৃষকরা। সব মিলিয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ সাত থেকে আট কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে উপকৃত হবেন এই ব্লকের প্রায় ৬ হাজার কৃষক।